কৌরব পত্রিকা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা
কৌরব অনলাইন ৫৯, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১

নতুন কবির কবিতা

সায়ক রায়

বিমল আমি বাড়ি ফিরছি

চারটে সিগন্যাল ছাপিয়ে বয়সের রূপককে তাড়াহুড়ো, শুধু অসহায় বিশ্ব
পায়ের তলা দিয়ে খসে যায়
বর্তমান মোড়ানো কোনো পরমাণুর গায়ে
হঠাৎ তবে কিছু নয় —

অনাহার, অনাহার,
উলঙ্গরা থিয়েটার জুড়েছে মাঝ রাস্তায়
বিষণ্ন বাতাস,
বিমল আমি বাড়ি ফিরছি,
পারলে আর একটু অপেক্ষা করোঃ
ঝাঁকে ঝাঁকে লোক হেঁটে চলেছে দম ঘোরানো গাড়ির মতন, নিরুপায়
বড় রাস্তায় ব্যারিকেড, অজস্র ভিমরুল এদিকে ওদিকে
কোণে ঠেলে দিচ্ছে উদ্ভাস —

কিছু লিখব বলে থামলাম
ততক্ষণে তর্পণ সেরে ফেলেছে পর্যটকরা
"খেপা নই!" চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কন্ঠ অনুশীলন করছে প্রবীণ পূর্বপুরুষেরা
তার মৃত সংসার হাতে করে শোবার ঘরে সাজিয়ে রেখেছে —
নেশাগ্রস্ত ছায়া কানা গলিতে ধাক্কা খেতে খেতে মিলিয়ে যায়
কই পুলিশ, প্রশাসন, পদাধিকারীরা
কর্মসূচির নির্বাচন কাদের হাতে

হাসপাতালের অলিগলির বুকে আর এক জগত ঘুমিয়ে
স্যালাইনের ওপর তরী ভাসিয়ে সাগর দেখতে পায় অতীতের রেখায়
প্রমাণপত্র অর্থহীন
অবলম্বন, নিশ্রাম, প্রত্যয়
যশোর রোড আর ফুরোয় না, বসতি দিয়ে রাঙানো তার প্রান্ত
রথের সাজে রচা, এ শহর ফুরিয়ে এসেছে
নর্দমার ঘাস সভ্যতার বুকে কড়া নেড়ে
অভিযোগের শিকড় বেঁধে ফল ও ফুল দিয়ে উপাসনা প্রসব করে থাকে
সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে।

বিমল আমি বাড়ি ফিরছি
পারলে আর একটু অপেক্ষা করো

কটা খুন হতে দেখেছো

কটা খুন হতে দেখেছো
নাকি অন্য রাস্তা দিয়ে তুমি ফেরো
চারমাথায় ব্যানার বসেছে, আমি নিজের হাতে বসিয়ে এসেছি আলোর নীচে,
তাতে পানের পিক ফেলেছে কেউ
কোনার আঠাটি গেছে উঠে,
তোমার চোখে মনে হয় না এত কিছু পড়েছে
শেষে এক সামান্য ব্যানারই তো বটে।

হাজার এরম অঢেল বিশ্রী কাগজের ফাঁকে
শ্রান্ত করেছে তোমার আশপাশটাকে
তুমি তোমার পথেই বাড়ি ফিরো,
তোমার সুবিধার রাস্তা দিয়ে
আর যদি কখনো রাস্তা বদলাও
দেখবে পড়ে আছে এক ছেঁড়া ব্যানার ফুটপাতের ধারে,
হাজার মানুষ মাড়াচ্ছে
তুমিও যাও চলে, পাশ কাটিয়ে, বা যেমন করে
আপত্তি নেই, এসেছিলে তাই অনেক
পরের শ্লোগান হয়তো তুমিই দিলে।

ছাপা কবিতা ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে

তারাই আজকে দালালের কাজ ধরেছে,
রোজগার করতে শিখেছে — কথা সাজাতে জেনেছে।
আমার বিন্দুমাত্র নজর কারেনি তাদের অহংকার; অসারত্ব,
পারুষ্য, যেন যৌন মিলনে সকল পরস্পরে ভাসছে। কিছু লেখার আগেই
তাদেরকে খাতাটি জমা দিয়ে দিলাম

ছাপা কবিতা ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে,
এই শিরোনামের তলায় আমার স্থান।
আমার ফাঁকা পৃষ্ঠাগুলো ভরিয়ে দিয়েছে ফাল্গুনী রায়,
মনীশ ঘটক, অলকরঞ্জন, অনন্য রায়;
কেউ শালা টের পেল না,
আমাকে নিয়ে পি এইচ ডি, ডিপ্লোমা,
স্মরণ উৎসব করা হচ্ছে; মরণোত্তর কত
পুরস্কারঃ কিন্তু ছ' বছরের লাচ্ছি, আজও
দুপুরের মলমূত্র, সুধীজনের বর্জ্য হাতে করে
পরিষ্কার করে। তার মাও একই কাজ করে, করছে।
আমার কবিতা? কোথায়? প্রেক্ষাপটের হাতবদল; ভাষা,
কবিতা, মগজ, কিচ্ছুর আর মূল্য নেই।

ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে পড়ল চিত্তরঞ্জন দাসের মূর্তি,
আধিকারিকরা ঠিক করলো, ওসব চিত্তরঞ্জন- টঞ্জন
আর বানিয়ে লাভ নেই, তাই ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে,
আমার একটা মূর্তি গড়ে তুলবে।
চিত্তরঞ্জন ভেঙে আমি?
গণতন্ত্র ভেঙে নায়িকা?

পুনর্জন্মে এক পাঠক হলাম, তবে
মহিলা- পাঠক বলেই পরিচয় পেলাম,
বাইশ শতক — এক ভিন্ন যুগ!
কবিতাগুলোর সত্য মানুষকে জানানোর
প্রয়োজন বোধ করলাম না।
বোধ করলাম শুধু ১৬ বছরের লাচ্ছির
রাজনৈতিক গণধর্ষিত দেহের চিতার আগুন
সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

গঙ্গা

যখন দিনদুপুরে দেখি লাশগুলো লুকিয়ে পুড়ে যায়
আমার সবুজ সময় তক্ষুনি মিথ্যে হয়ে যায়
আগুন অনেক — দেশলাইয়ের গায়ে অথবা নতুন সংসারে
সত্যের আগুন ইতিহাসের হাত ধরে ছাই মলাটের গায়ে মিশে যায়
মিথ্যে কল্পদ্রুমের শিকড় গাঁথা গঙ্গার বুকে —
আর ঠিক তক্ষুনি ছবি তুলতে তুলতে কিছু মানুষ
স্টীমার থেকে আলপনা টেনে
বিদায় জানায় স্রোতের রেখায়
আমাদের

কারখানা

উঠে পড়েছি,
চোখে মেঘ সমেত উঠে পড়েছি
পাড়ায় একটা লোক নেই, জানি না কেন
তবে আজ সূর্য ওঠেনি—
আকাশে আলো ও নেই, আঁধার ও নেই
কিন্তু উঠে যে পড়েছি, তাই অজুহাত দিলে হবে না
কিছু একটা করতে হবে; ভেবে ভেবে রক্ত পড়ছে নতুন ঘায়ের গোড়া দিয়ে
গোড়ালি বেয়ে পায়ের তলায়, মিশে যাচ্ছে মেঝেতে
তখন দেখি ঢাকিদের দল যাচ্ছে সামনে

পিছনে মিছিল, গর্জনে ভাসছে খালি পাড়া দিয়ে;
বিপদ হতে ইচ্ছে করল,
দম নেই জানি তা, তবু নিজেকে ভুল প্রমাণ করার ইচ্ছে যায়নি তখনো;
গলির মুখে আরও কেউ দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায় —
চটির তলায় মাংস লাগা,
খালি পায়ে যেতে গিয়ে, শুকনো টাকায় পিছল খেয়ে
প্রতিধ্বনি ভরিয়ে তোলে শূন্যতা
এক ঝলকে একাকার,
তখন আমি শুয়ে পড়েছি, চোখে মেঘ সমেত শুয়ে পড়েছি
কানে ভাসছে মৃত লোকেদের হাহাকার —

কলম বেঁকে যায় মিথ্যায়

কলম বেঁকে যায় মিথ্যায়
ভণ্ডামির শব্দ দিয়ে সাজানো পাতার পর পাতা
সততার ঢেউ আছড়ে পড়ে
মেরূদণ্ডহীন আমি, মুখোশের আড়ালে বেঁধে চলেছি শব্দমালা
লেখকের ভান
লেখার ভান
খোলস ছাড়াতেই ঠিকানা বদলায় পরিচয়—

বিশ্ব জুড়ে এই বেদনার মিছিল
অন্ধ আমার চোখে
কি করে ছন্দে মিলিয়ে বিক্রি করব হাটে
ভণ্ডামির আরো কত শব্দ দিয়ে প্যান্ডল বাঁধব কাগজের উপর
তাতে সকলে আসবে, ছবি তুলবে, ভালোমন্দ কত কি না বলবে
মিছিল তখন বিজয়ার সূর্যাস্তে পাড়া দেবে।

====

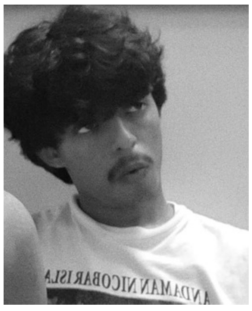

সায়ক রায় ২১: ২০'র কবি। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক সেন্ট জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা চলছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাশাপাশি সাহিত্য, সিনেমা, সঙ্গীত, রাজনীতি, ইতিহাসের সাথে যত্নে জড়িয়ে থাকা।